১৬৯

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়

মতিঝিলস্থ আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে গত কয়েকদিন ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ প্রথম সারির একটি প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাদান এবং পাবলিক পরীক্ষায় স্কুলের পরীক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করছে। চারিদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং শিক্ষার মানে ক্রমাবনতি ঘটছে। আইডিয়াল স্কুলটিকে এই স্রোতের বাইরে ভাবা হতো। কিন্তু কয়েক দিনের ঘটনায় এটা ভাবার মতো যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে আসলে আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থাপনায়ও অনিয়ম রয়েছে।

গত বছর থেকে আইডিয়াল স্কুলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধ শুরু হয় সংবাদপত্রের ভাষায় প্রিন্সিপাল এবং গভর্নিং বডির সভাপতির মধ্যে। গত বছর সেপ্টেম্বরে এই বিরোধের কারণেই প্রিন্সিপাল পদত্যাগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অভিভাবকদের চাপে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। দ্বিতীয় দফা বিরোধ সৃষ্টি হয় '৯৬-র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য স্কুল গভর্নিং বডির নির্বাচন নির্ধারিত তারিখের দুইদিন আগে হঠাৎ করে স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর। এই বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

এ বছরের ৩রা নভেম্বর আদালতের রায়ের পর প্রিন্সিপাল গভর্নিং বডির সভাপতির কাছে লিখিতভাবে জরুরি সভা আহ্বান এবং নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সর্বশেষ বিরোধ এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় ৩০শে নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রিন্সিপালকে পদত্যাগ করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়ার পর। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ এবং গভর্নিং বডির সভাপতির ভূমিকায় প্রিন্সিপাল এবং স্কুলের অভিভাবকদের একাংশকে ক্ষুব্ধ করেছে।

অন্যদিকে গভর্নিং বডির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ একটি মহল বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে তিনি বলেছেন সাবেক প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ডোনেশন বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা করা হয়নি। বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই তিনি মেয়াদ ও চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পরও প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে অভিভাবক ফোরামের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণেই স্কুল পরিচালনায় বিরোধ ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাসলম্যান পাঠিয়ে স্কুল ক্যাম্পাস দখল করা হয়েছে এবং পদত্যাগী প্রিন্সিপালকে হেনস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে সৃষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সর্বশেষ জানা গেছে জ্যেষ্ঠ একজন শিক্ষক প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পেলেও প্রিন্সিপালের কক্ষ তালা মারা থাকায় তিনি প্রবেশ করতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তি করার কুফল থেকে আইডিয়াল স্কুলও রেহাই পেল না। ডোনেশন প্রথার সমস্যা হচ্ছে এই প্রথা আন-অ্যাকাউন্টেড অর্থের উৎস সৃষ্টি করে। সকল আন-অ্যাকাউন্টে অর্থই দুর্নীতির জন্ম দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় আইডিয়াল স্কুলের ক্ষেত্রে এই সত্যটিই আবার প্রমাণিত হলো। আমরা এই বিষয়টির উপর নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে অন্য অনেক কিছুর সাথে ডোনেশন প্রথাও বাতিল করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও বাঞ্ছনীয় নয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে আইডিয়াল স্কুলের বিরোধের কারণে। অতি সত্বর সংশ্লিষ্ট সকলে একমত হয়ে স্কুলটি চালু করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন আশা করি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্যও আমরা অনুরোধ করছি।